নিপাহ্

নিপাহ্ ভাইরাস একটি মারাত্মক রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস। ইহা প্যারামিক্সো ভাইরাস গোত্রীয় হেনিপাভাইরাস-এর অন্তর্ভুক্ত। এই ভাইরাসের বাহক টেরোপাস (ফল আহারী) গোত্রীয় বাদুড়। মানুষের মধ্যে নিপাহ্ সংক্রমণ প্রথম শনাক্ত হয় মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে ১৯৯৮ সালে। সেই প্রাদুর্ভাবে ২৭৬ জন আক্রান্ত হয়। প্রায় সকল রোগীর মধ্যে এনকেফ্যালাইটিস-এর লক্ষণ দেখা যায় এবং মৃত্যু হার ছিল ৩৯%।

বাংলাদেশে নিপাহ্-এর বিস্তার :

বাংলাদেশে ২০০১ সালে মেহেরপুর জেলায় প্রথম এনকেফ্যালাইটিসের সংক্রমণ হয় যা নিপাহ্ ভাইরাসের প্রথম প্রাদুর্ভাব বলে চিহ্নিত হয়। গত ১০ বছরে বাংলাদেশে আটটি নিপাহ্ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। প্রতিটি প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে ডিসেম্বর হতে মে মাসের মধ্যে। এ পর্যন্ত নওগাঁ (২০০৩), রাজবাড়ী (২০০৪), ফরিদপুর (২০০৪), টাঙ্গাইল (২০০৫), ঠাকুরগাঁও (২০০৭), কুষ্টিয়া (২০০৭), মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী (২০০৮), ফরিদপুর (২০১০) এবং লালমনিরহাটে (২০১১) নিপাহ্ প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। ৩০ শে জুন ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ১৮২ জন রোগী শনাক্ত করা হয়েছে এবং এর মধ্যে মৃত্যু বরণ করেছে ১৪০ জন, মৃত্যু হার প্রায় ৭৭%।

রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আইসিডিডিআরবি ২০০৬ সাল থেকে নিপাহ্ নজরদারী (সার্ভেইল্যান্স) কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। বর্তমানে এ কার্যক্রম ৬টি সরকারি জেলা হাসপাতালে পরিচালিত হচ্ছে। এই নজরদারী কার্যক্রম হতে এ পর্যন্ত ৩৯ জন রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

সংক্রমণ :

এই রোগের প্রধান সংক্রমণের ঝুঁকি খেজুরের কাঁচা রস পান করা। সংক্রমণের অন্যান্য ঝুঁকি হচ্ছে নিপাহ্ রোগীর সংস্পর্শে আসা। নিপাহ্ উপদ্রুত এলাকা হচ্ছে নিপাহ্ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল।

লক্ষণ :

নিপাহ্ একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগের প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে- জ্বরসহ মাথা ব্যথা, খিঁচুনি, প্রলাপ বকা, অজ্ঞান হওয়া সহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট।

প্রতিরোধ :

নিপাহ্ রোগ প্রতিরোধে সর্বসাধারণকে নিম্নে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে -

- খেজুরের কাঁচা রস খাবেন না
- কোনো ধরনের আংশিক খাওয়া ফল খাবেন না
- ফলমূল পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোমতো ধুয়ে খাবেন
- রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে প্রেরণ করুন
- আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার পর সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন

নতুন নতুন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তুলুন

IEDCR

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

unicef